০২-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে থাকো, জ্ঞান রত্নের দান করে সর্বদা নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করার নিমিত্ত হও ।

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় সেবা করার জন্য কোন গুণ থাকা আবশ্যক ? সেবাকারী বাচ্চাদের মধ্যে কোন খেয়াল থাকা উচিত নয় ?

উত্তর :- এই ঈশ্বরীয় সেবায় স্বভাব খুব মিষ্টি হওয়া প্রয়োজন । ক্রোধের বশে এসে কাউকে চোখ দেখালে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় । সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যে অহংকার বা ক্রোধ থাকা উচিত নয় । এই বিকার অনেক বড় বিঘ্ন রূপ হয়ে দাঁড়ায় । আবার মায়া প্রবেশ করেও কোনো কোনো বাচ্চাকে সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন করে দেয় । ঈশ্বরীয় সেবার জন্য যেন এমন খেয়াল না আসে যে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবা করবো । যদি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবা না করো, তখন অনেক বড় বোঝা জমা হয়ে যাবে ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায় .....

ওম শান্তি । ভক্তরা যখন ওম্ নমঃ শিবায় বলবে তখন তারা শিবের লিঙ্গ এবং মন্দিরকে স্মরণ করবে । নমঃ বলে পুজো করবে । এ হলো ভক্তি । আমরা তো শিববাবাকে বলবো, তুমি মাতা - পিতা .....এখন তোমরা চিত্রকে তো বলবে না । তোমরা জানো যে সেই শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । রাত দিনের তফাত হয়ে গেলো । এই দুনিয়া এই খবর জানে না । নিরাকার শিববাবা এসে পাঠশালাতে পড়ান । তিনি কি পড়ান ? সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান । যেমন ক্রাইস্টের বই আছে । ক্রাইস্ট যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা বাইবেল হয়েছিলো । এখানে শিব পুরাণ আছে কিন্তু তা অন্য কেউ লিখেছে । বাস্তবে প্রকৃত শিব পুরাণ হলো গীতা । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন । তোমাদের আবার অন্যদের বোঝাতে হবে । শিববাবা কি বুঝিয়েছেন ? শিবের জন্মকথাও তিনি শুনিয়েছেন । এখন শিব পুরাণ কি গীতাকে বলবে নাকি শিব পুরাণকে বলবে ? দুটো তো হতে পারে না । ভারতের ধর্মশাস্ত্র এক হওয়া চাই । যারা ধর্ম স্থাপন করে তাদের জীবন কাহিনী বানানো হয় । এনারা এই - এই কথা শুনিয়েছেন । ক্রাইস্টও জ্ঞানের কথা শুনিয়েছিলেন যা থেকে বাইবেল রচিত হয়েছে । তাই ওই পুরাণে অনেক কথা আছে । এখন কথা শুনিয়েছেন বাচ্চাদের, সেখানে পার্বতীর নাম লিখে দিয়েছে । ওখানে তো দেখানো হয় নি যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করানো হয়েছে । 'মনমনাভব' এই শব্দটি শিব পুরাণে নেই । শিব পুরাণ হলো আলাদা । এ হলো শ্রীমত ভগবত গীতা । ভগবান তো একজনকেই সিদ্ধ করতে হবে । তাঁর নাম শিব । ওই গীতা তো কৃষ্ণ পুরাণ হয়ে গেলো । বাস্তবে কৃষ্ণ তো পতিত পাবন নন । শিব হলেন পতিত পাবেন । ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো গীতা । শিব পুরাণকে তো সবাই মানবে না । এখন বলবে যে গীতা থেকেই দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন হয়েছে । এ তো একমাত্র শিবই করতে পারেন । কৃষ্ণও কালো থেকে গৌরবর্ণে পরিণত হন । তফাত অনেক আছে । বাচ্চাদের বোঝানো হয়, যারা বোঝে তাদেরই অধিকার অলৌকিক কার্য করার । তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । অথৈ সম্পদ যখন পাচ্ছো তখন তার দান তো করতেই হবে । বাবার পরিচয় দান খুবই সহজ । ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে । ভগবান তার ফল প্রদান করে । এই ফল কি ? ভগবান জীবনমুক্তিই দেবেন । কৃষ্ণকে সবার সদ্গতিদাতা বলা হয় না । তা পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয় । তোমরা জানো যে পরমাত্মা

হলেন নিরাকার । কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা হবে না । কৃষ্ণ সমস্ত আত্মার বাবা হতে পারবেন না । গায়নও আছে যে সমস্ত আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । দুনিয়ার মানুষ তো সর্বব্যাপী লিখে দেয় । তাহলে লিঙ্গের কাজ কি ? পরমপিতা পরমাত্মার তো মহিমা আছে যে তিনি পতিত পাবন,জ্ঞানের সাগর । এই পোস্টার বাইরে লাগিয়ে দেওয়া উচিত । কেউ এলেই যেন তা পড়তে পারে । তোমরা রাধা – কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী – নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাও । আমাদের লক্ষ্মী – নারায়ণের চিত্র খুব সুন্দর, এর ওপর বোঝানো উচিত । লক্ষ্মী – নারায়ণের মন্দিরে যারা যায় তারা অবশ্যই গীতা পড়ে । নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার থেকে উঁচু আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার শখ থাকা চাই । নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে হবে । শিববাবা তো সকলের কল্যাণ করেন । তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । বাবা বলেন, আমি কখনো অকল্যাণ করি না । অকল্যাণ করে রাবণ, এইকথা মানুষ জানে না । তোমাদের গিয়ে বোঝাতে হবে । জ্ঞান – বাদলে পূর্ণ হয়ে তারপর বর্ষণ করতে হবে । কতো শখ থাকা দরকার । যদি দান না করো তাহলে অবশ্যই বলবে নিজের কল্যাণ করলে না, তখন অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না । সেন্টারে অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আসে । কিন্তু অন্যদের কল্যাণ করতে পারে না । সব শোনে তারপর নানা কাজে ঘরে গেলেই সব ভুলে যায় । দান না করলে তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না । ব্রাহ্মণরা জানে যে আমাদের দেবতা হতে হবে । প্রত্যেককেই নিজের মনের সাথে কথা বলতে হবে । যদি কাউকে দেবতা না করতে পারলে তাহলে কিভাবে ব্রাহ্মণ হবে ? শিববাবা বলেন, আমি হলাম কল্যাণকারী । তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । যাদের ধারণা হয় না তাদের জন্য স্থূল সার্ভিস আছে । এখানে বাচ্চারা আসে ....যাদের সেবা করা হয়েছে । সার্ভিস সেন্টারে বাচ্চাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করা উচিত যে আমরা কতজনের কল্যাণ করেছি ? অনেকেই আসে । খুব অল্পই আছে যারা সেবা করে । বাকিরা তাঁদের কাজেই লেগে থাকে । তারা ভাবে কেবল পবিত্র হতে হবে । কিন্তু ধন দানও করতে হবে । নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে ....যদি আমি কারোর কল্যাণ করতে না পারি তাহলে কি পদ পাবো ? অনেক বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করে পান্ডা হয়ে আসে, তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে । কেউ প্রথম বিভাগ, কেউ বা দ্বিতীয় কেউ বা তৃতীয়তে আসবে । তাই নিজের কল্যাণ করা উচিত । যাদের নিজের কল্যাণের শখ নেই তারা কি পদ পাবে ? এমন অনেক সেন্টার আছে যেখানে কোনো কোনো বাচ্চা সেবা কাজ করে না । এই শক্তি যদি না থাকে তাহলে দান করো । ভোরবেলা অনেকেই মন্দিরে যায় । সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে -- দেবতা ধর্মের কে আছে ।

এখন বাবা বলেন আমি এই শরীরে এসেছি । আত্মা তো ছোটো বাচ্চাদের শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে । অদৃশ্য ছায়ার মতো এসে প্রবেশ করে । এও এক আশ্চর্য । কেমন ঘুরতে ফিরতে থাকে, কে তার খবর রাখে । ড্রামাতে আত্মার শরীর না পাওয়ার কারণে ঘুরতে থাকে । ছায়া রূপ ধারণ করে । যেমন মানুষের ছায়া হয় । ভূতের কোনো ছায়া হয় না । আসে আর অদৃশ্য হয়ে যায় । এই বিষয়ে আমাদের যাওয়া উচিত নয় । দরকারই নেই । আমরা যদি এর সন্ধানে যাবো তাহলে শিববাবাকে ভুলে যাবো । বাবার নির্দেশ হলো ...নিরাকার শিববাবাকে স্মরণ করো । নিজের আর অন্যের দেহকে ভুলতে হবে । সবার প্রিয় হলেন শিববাবা । বাবা বলেন যে আর অন্য কোনো বিষয়ে না গিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো । এ হলো স্মরণের যাত্রা । 'মনমনাভব' এর অর্থও এটাই । কৃষ্ণ তো এমনভাবে বলবে না । কৃষ্ণকে গাইড বলা হবে না । নিরাকারই গাইড হয়ে সমস্ত আত্মাদের মশার মতো সঙ্গে করে নিয়ে

যায় । কৃষ্ণ আত্মাদের গাইড হতে পারে না । তাকেও পুনর্জন্মে যেতে হয়, তাই সবাইকে এই বাবার পরিচয় দিতে হবে । ভক্তদের ভগবান একজনই । সেই বাবা বলেন ....একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । এই সেবার শখ বাচ্চাদের থাকা চাই ।

বাচ্চারা মধুবনে আসে মুরলী শোনার জন্য, তাই অবশ্যই যিনি শোনাবেন, তাঁকে চাই । বাবা যেখানে যাবেন, সেবাই করবেন । তাঁর এই সেবার শখ থাকে । বাচ্চারা স্মরণ করে । তারা সম্মুখে মুরলী শুনে খুশী হয় । এক পথে দশ কার্য সিদ্ধ হয় । বড় বড় সভায় বাবা যেতে পারেন না । সে হলো বাচ্চাদের কাজ । বাচ্চাদেরই প্রশ্ন উত্তর করা হয় । সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা তো বাবার সামনে আসবেনই না । তাদের তো মান চাই । বাবার অভিনয় হলো আশ্চর্যজনক । যা অতীত হয়ে গেছে সবই নাটক । ভবিষ্যতে অনেক বাচ্চারাই মিলিত হওয়ার জন্য আসবে । প্রথমে বাচ্চাদের বোঝাতে হবে । গোপ – গোপীদেরও ঘরে ঘরে পরিচয় দিতে হবে । কেউই যেন বাকি থাকে না যে জানতে পারলো না । রাজা – রানী তো কেউ নেই যারা সকলকে খবর দেবে । নতুন কিছু আবিষ্কার হলে তারা তা তৈরী করার আগে সরকারকে দেখায় । এখানে তো প্রজার, প্রজার ওপর রাজত্ব । বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দিতে হবে । এই কারণেই চিত্র ইত্যাদি ছাপাতে থাকে । এই চিত্র বাইরেও যাবে । বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হবে । যে যে ভাষায় দক্ষ সেই ভাষায় গিয়ে বোঝাতে হবে । অনেক ভাষা আছে । বাবা রায় দেন যে পুনা আর ব্যাঙ্গালোরের দিকে খুব সেবা করো । সবাই যাতে জানতে পারে তাই সব ভাষায় পর্চা ছাপাতে হবে । বেহদের বুদ্ধির প্রয়োজন । এমন নয় যে, বাবা আমি চাকরী ছেড়ে দেবো । চাকরী ছেড়ে এই কাজ না করতে পারলে অনেক বোঝা বৃদ্ধি পাবে । এতে খুব মিষ্টি স্বভাবের প্রয়োজন । ক্রোধ অনেকের মধ্যেই আছে । চোখ দেখাতে থাকে, এমন রিপোর্টও আসে । ভালো ভালো বাচ্চারাও লেখে যে আমাদের কথা শোনে না । এমন কথা যেন না শোনা যায় । বাচ্চাদের মধ্যে দেহ – অহংকার বা ক্রোধ থাকলে অনেক ক্ষতি করে দেয় । বাবার তার বাচ্চাদের প্রতি কতো খেয়াল থাকে । মাম্মা কত ছোটো ছিলো তবুও তাঁকে মা বলা হতো, তিনি সতর্কও ছিলেন। জ্ঞানেও কোথায়ও মায়া প্রবেশ করে ফেলে । তারপর আবার কেউ কেউ সংশয় বুদ্ধিও হয়ে পড়ে । পদে পদে কতো বিঘ্ন আসে । আজ বাবার বাচ্চা, কাল আবার বদলে যায় । এই বিকার নিয়ে কত ঝগড়া লেগে থাকে । অনেকেই জিজ্ঞেস করে এই সংস্থার গ্লানি কেন ? বোঝে না যে শাস্ত্রতে কৃষ্ণের কতো গ্লানি করেছে । অমুককে কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে, ওই হয়েছে । কৃষ্ণ তো এমন করতে পারে না । এখানেও ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কলঙ্ক আরোপ করা হয় । ঘর সংসার ছাড়িয়ে দেয় । কেন ছাড়িয়ে দেয় ? সে কথা তো কেউ জানে না । যতক্ষণ না বোঝানো হয় -- কেন বিঘ্ন আসে ? মুখ্য হলো কাম বিকার, যার ওপর তোমরা বাচ্চারা বিজয় লাভ করো ।

বাবা হলেন খুবই আশ্চর্যের । ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা করা হয় । প্রথমদিকে শিববাবার পরিচয় দিতে হবে । তারথেকে আশীর্বাদী বর্সা পেতে হবে । মায়া এমনই যে ভাগ্যে না থাকলে ভুলিয়ে দেয়, মায়ার বিঘ্ন অনেকই আসে । ধারণা হয় না । এও তো এক বিঘ্ন, কেন এই সহজ সেবা করতে পারে না । ভগবান বাবা তো তিনিই । সেই অল্ফ বা এক ঈশ্বরকে স্মরণ করো । ভগবান উবাচঃ হলো এক আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমার থেকে আশীর্বাদী বর্সা প্রাপ্ত হবে । ও গড ফাদার ...এ কথা ভক্তরা বলে থাকে । তাই বাবার থেকে তোমরা আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছ । কিছু সেবার শখ থাকা উচিত । না হলে উঁচু পদ পেতে পারবে না । সেবা তো অনেকরকম আছে । না বোঝা অনেক কিছুই আছে । বাবার নামও গুপ্ত । এই জ্ঞানও গুপ্ত । তাই পরিচয় তো দিতেই হবে । আমরা বাবার আদেশ পেয়েছি

। তাই সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে । এতে কেউই ক্রোধ করবে না । পোস্টার তমতো সেবাকাজের জন্য তৈরী হয়েছে, রেখে দেবার জন্য নয় । শিবায় নম: এই অক্ষর খুব সুন্দর । শিববাবার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে । নিরাকার শিববাবা এসেছেন, অবশ্যই তিনি আশীর্বাদী বর্সা দিয়েছেন । অবশ্যই তিনি পতিত মানুষকে পবিত্র করেছেন । এমনভাবে নিজে বুঝে তারপর অন্যকে গিয়ে বোঝাতে হবে । শিবের মন্দিরও অনেক আছে, সেখানে গুপ্ত বেশে গিয়ে বোঝাতে হবে । এই শিব কে ? শিববাবাকে তো নিরাকার পরমাত্মা বলা হয় । তিনি কি করেছিলেন যাতে তাঁর এতো মন্দির বানানো হয়েছে । যুক্তি দিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে । তারা বুঝুক বা না বুঝুক, অন্তিম সময় তো স্মরণ আসবে যে কেউ আমাকে বুঝিয়েছিলো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের কল্যাণ করার জন্য সেবা করার অনেক শখ থাকা চাই । পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়ো না, মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা তোমাদের অবশ্যই করতে হবে ।

২) এমন কোনো কর্ম করো না যে কেউ অভিযোগ করে বা মা - বাবাকে সতর্ক করে দেয়, কোনো অবস্থাতেই বিঘ্ন স্বরূপ হয়ো না ।

বরদান :- 'বাবা' এই শব্দের স্মৃতিতে হদের 'আমিত্ব' ভাবকে অর্পণ করে বেহদের বৈরাগী হও ।

কোনো কোনো বাচ্চা এই ভেবে ভুল করে যে, আমার এই গুণ আছে, আমার শক্তি আছে, পরমাত্মার দেওয়া মনে করা এক মহাপাপ । কোনো কোনো বাচ্চা সাধারণ ভাষায় বলেও দেয় যে, আমার এই গুণ, আমার বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না, আমার বলার অর্থ মুখ ময়লা করা -- এরাও এক ধরনের ঠগী, তাই এই হদের আমিত্ব ভাবকে অর্পণ করে সদা যদি 'বাবা' শব্দ স্মরণে থাকে, তখনই বলবে বেহদের বৈরাগী আত্মা ।

স্লোগান :- নিজের সেবাকে বাবার সামনে নিবেদন করে দাও তাহলেই সেবার ফল এবং বল প্রাপ্ত হতে থাকবে ।